সংবাদ

তারিখ ... 09 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৩...

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনিয়ম বন্ধে ব্যবস্থা নিন

দেশের ৮৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। কাজ চালানো হচ্ছে ভারপ্রাপ্ত ভিসি দিয়ে। ৬৯টি প্রতিষ্ঠানে কোন প্রো-ভিসি নেই, আর ৫০টিতে নেই কোষাধ্যক্ষ। এর চেয়ে অবাক করা বিষয় হলো, ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ প্রশাসনিক পদের তিনটিতেই কেউ নেই। গত ২১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এসব খবর জানা গেছে। দেশে দুই দশকের বেশি সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দেয়া হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভর্তি-টিউশন ফি সংক্রান্ত কোন নীতিমালা তৈরি করতে পারেনি সরকার। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফি, টিউশন ফি এবং শিক্ষকদের বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া ট্রান্সক্রিপ্ট, সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্র সরবরাহ করতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উচ্চহারে ফি নেয়ার হাজার হাজার অভিযোগ আসে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি)। কোন যৌক্তিক কারণ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতি বছরই সব ফি বৃদ্ধি করে-বলে অভিযোগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

আমরা জানি, অনেক দেরিতে হলেও ২০১৩ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফি সংক্রান্ত একটি নীতিমালা করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি সুপারিশ পাঠিয়েছিল ইউজিসি। কিন্তু রহস্যময় কারণে নীতিমালার সুপারিশটি এখনও আঁলোর মুখ দেখেনি। সরকার কোনভাবেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনিয়মগুলোর প্রতিকার করতে পারছে না। অনিয়মের হোতারা হয় রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। অবশ্য ইউজিসি জানিয়েছে, এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণেই নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়নি। প্রশ্ন হলো, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনিয়ম করবে, সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করবে আর ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় কি এসব শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবে? তাদের হাতে কি সুনীতির দণ্ড নেই? শিক্ষা ব্যবস্থায় সুশাসন ফিরিয়ে আনার তাগিদ নেই? কেউ নিয়ম মানবে না বা মানতে চাইবে না বলে কি তাকে নিয়মের মধ্যে আনাও যাবে না? নিদেনপক্ষে নীতিমালা বা নিয়ম তৈরির ক্ষেত্রেও তো আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোন উদ্যোগ দেখছি না। প্রশ্ন জাগে, তারা আসলে কাদের স্বার্থ দেখছে?

ভিসি, প্রো-ভিসি ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ভিসি বাছাই ও নিয়োগ দেয়ার ক্ষমতা পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মহামান্য রাষ্ট্রপতি ওপর ন্যস্ত। ভারপ্রাপ্ত ভিসি দিয়ে কতদিন প্রশাসন চালানো যাবে এর কোন সময়সীমা আইনে উল্লেখ নেই। এই সুযোগটাই নিচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি সদস্যরা। ভারপ্রাপ্ত ভিসি নিয়োগ করার দায়িত্ব এককভাবে তাদের, সুতরাং এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতেই থাকে। তাদের পছন্দমতো লোক ভারপ্রাপ্ত হিসেবে প্রশাসন চালায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টিদের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষাসহ সবকিছুই তখন ভারপ্রাপ্ত ভিসির মূল দায়িত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা বা শিক্ষার্থীদের স্বার্থের বিষয়গুলো তাদের কাছে প্রাধান্য পায় না। আমরা এসব অব্যবস্থার অবসান চাই। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার নামে তুঘলকি কাণ্ড চলতে পারে না। নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে জঙ্গিবাদের প্রচারণা চলার খবরও ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অনিয়ম নিয়ে হেলাফেলা করার আর কোন সুযোগ নেই। ইউজিসিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরও সতর্ক ও সাবধানী হতে হবে। উচ্চশিক্ষা প্রদান করা যার উদ্দেশ্য সে যদি উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতেই পারে।

আমরা চাই না বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু অসাধু মালিকের অপতৎপরতায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা বদলে যাক, তাদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হোক। এসব অনিয়ম বন্ধে এখনই পদক্ষেপ নেয়া জরুরি। শিক্ষা ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হোক– এটাই প্রত্যাশা।